Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহানোমা ইয়াসমিন

রোলঃ 216020872

২৪ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহানোমা ইয়াসমিন

রোলঃ 216020872

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবি শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাহানোমা ইয়াসমিন, আইডিঃ 216020872 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবি শিক্ষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রাহানোমা ইয়াসমিন

আইডিঃ 216020872

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৪ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ...4

আরবিভাষার ক্রমবিকাশ..5

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি !...7

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব...19

আরবি ভাষার গুরুত্ব 23

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট 26

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 31

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব.................................39

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি আরবি-ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবিভাষায় কথা বলেন। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনে আরবি-ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি-ভাষার বিকৃত রূপ । হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে, জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবিভাষায় কথা বলতেন ।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবিভাষাপ্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহ্তান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি-ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে আল-কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি-ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

আরবিভাষার ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি-ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি-ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি !

জাহেলী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে ‘আল-আসরুল জাহেলিয়াহ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি-ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি-ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা’ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান ‘আল-কুরআন’ নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে।

আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট ১১ জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন ‘আম্বার’-এর অধিবাসী ‘মুররা বিন্ মুররা’ এবং ‘আসলাম বিন্ হাফরাহ্’’। কারো মতে ‘হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি ‘হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা

‘আম্বার’-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্‌তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

“আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো ।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াতে ! jiss italini o II পাঠ করছিলেন।উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের

পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে ‘খলিল বিন্ আহ্মাদ’ অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা ‘আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান’-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি। ৭১২

খ্রিষ্টাব্দে ‘হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ’-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য **১৯৮৯** সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত

করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি। আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে । পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশের সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যা ছিল বিশ্ব দরবারে একমাত্র ভাষার জন্য আত্মত্যাগ। বাংলাদেশিদের এ আত্মত্যাগকে বিশ্ব দরবার মূল্যায়ন করেছে আন্তর্জাতিক মতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, ইউনোস্কোর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছটি ভাষার পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের ঘোষণা করা হয়। ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক ফরাসী ভাষা দিবস। ২০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক চীনা ভাষা দিবস। ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দিবস, ৬ জুন আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস, ২১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক স্প্যানিশ ভাষা দিবস ও ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস।

আরবী ভাষার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আত্মার সম্পর্ক। এ দেশের জনসাধরণ আরবী ভাষাকে পরম শ্রদ্ধা করে। মনে থেকে ভক্তি করে। হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আরবী ভাষার

যেমন রয়েছে ধর্মীয় গুরুত্ব তেমনি রয়েছে বৈষয়িক গুরুত্ব। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। ২৫টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। অপর দিকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আরবী ভাষা বাংলাদেশের জন্য অতি বেশি গুরত্ব রাখে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্সকে; আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত হয় আরবী ভাষার দেশসমূহ থেকে। এদেশের জনগণ যখন আরব দেশে যায়, তখন তারা ভাষা না জানায় বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তারা যদি ভালভাবে আরবী ভাষা জানতো তবে আরবদেশে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারতো। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আরো বেশি আদায় করে নিতে পারতো। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয় দরকার।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো আরবী ভাষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের যে কোনো বিধান জানতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঠিক মূল মর্ম বের করতে হলেও আরবী ভাষা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো লোক ইসলামের কোনো বিষয়ের উপর ফতোয়া দিতে পারবে না। তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা অন্যকে শেখাতে হলে,

বিধানাবলি বলতে হলে অবশ্যই তাকে আরবী ভাষা জানতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবী ভাষা সবদিক থেকে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন। তাই আমাদের আরবী ভাষা শেখার প্রতি আরো উৎসাহী হতে হবে। এ ভাষা আরো বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

যে জাতি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত করে, ঐ জাতির সেই ভাষার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রস্ফুটিত হয়। একটি জাতির সংস্কৃতি বহন করে সেই জাতির ভাষা। সে ভাষা যত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছবে সে জাতির সংস্কৃতিও তত তার কাছে পৌঁছে যাবে। ইসলামের ভাষা আরবী বলে আরবী ভাষা ইসলামের সংস্কৃতি বহন করছে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে হলে আরবী ভাষাকে বুঝতে হবে। এদেশে দীর্ঘদিন চলেছে মুসলিম শাসন। শত শত বছর ধরে মুসলমানরা বসবাস করছে এখানে কিন্তু কতজন মুসলিম আরবী জানে ও বুঝে? এক্ষেত্রে ইংরেজরা সফল হয়েছে। তাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের অনেকে ইংরজি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করছে নিত্য দিন। আমাদের আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিককে আরো সহজ করে সবার মুখে মুখে করে দেয়া সময়ের

দাবি। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আরবী বলা, লেখা ও বুঝার ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব

একজন মুসলমানের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআন ও সুন্নাহ আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবি ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আমিই আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।

’ (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ২)

আরবি ভাষার চর্চা : হিজরি প্রথম শতাব্দীতে আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবি ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় আরবি বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং কোরআনের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবি চর্চা শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে

অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে।

অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন।বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।'

(আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় ওহি অবতরণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়।

সুস্পষ্টতায় আরবি ভাষা অনন্য : আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়।

আরবি ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি তা অবতরণ করেছি।' (সুরা : শুআরা, আয়াত : ১৯৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারেস (মৃত্যু ৩৯৫ হি.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা কোরআনকে 'বয়ান' বা সুস্পষ্ট শব্দ দিয়ে অভিহিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অন্য ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই এবং মান ও মর্যাদায় আরবি ভাষা সব ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (আস সাহেব ফি ফিকহিল লুগাহ : ৪/১)

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম : কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার চাবি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বিনের অংশ।' (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী

(সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দ্বিনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দ্বিনেরই অংশ ও দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, 'আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।' (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, 'আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, 'নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।'

আরবি ভাষার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ নম্বরে। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে, যার মধ্যে প্রধানত সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো উল্লেখযোগ্য। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবি। এ ছাড়া অন্য মুসলিম দেশগুলোতেও আরবি ভাষার ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে।

জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা আরবি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্নে দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। পরে আরব নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১২ সালের অক্টোবরে ইউনেসকোর নির্বাহী পরিষদ বৈঠকের ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ ঘোষণা করা হয়। দিবসটি আরব বিশ্বে গুরুত্ব ও জাঁকজমকভাবে পালন করা হলেও আমাদের দেশে গত তিন বছর ধরে পালিত হচ্ছে। উপমহাদেশে মুসলমানদের কাছে আরবি ভাষাকে মূলত ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবি ভাষা ইসলামি

জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আমিই আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।’ (সুরা ইউসুফ :২)।

সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সেই সময়ের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের

সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনেরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন-হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন নিয়মনীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।’ (আল মুকাদ্দিমা :৪২৬)।

একজন মুসলমানের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’ (মাসবুকুজ

জাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি :১/৯)। পৃথিবীর যে কোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আরবি ভাষায় ওহি অবতীর্ণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়। আরবি ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' (সুরা শুআরা :১৯৫)।

কোরআনের অনেকগুলো আলৌকিকত্বের মধ্যে একটি হলো তার ভাষা, যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। আরবি ভাষা বোঝা ছাড়া এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি কোরআনের অলংকার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন অলৌকিক। আল্লাহতাআলা কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে এর চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন। কেউ এর মতো একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। আল্লাহতাআলা বলেন, 'যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি,

তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো।' (সুরা বাকারা :২৩)।

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলোর একটি। আরববিশ্বের ২২টি দেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশ আরবিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। কোরআন, হাদিস এবং মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের রচনার ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় আরবি ভাষা। কয়েক হাজার বছর পার হলেও আরবি ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

ইসলামী শাসনামলের কীর্তি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষা, সভ্যতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আরবি ভাষার প্রভাব দৃশ্যমান।

ইউনেসকো ২০১২ সালে সর্বপ্রথম ১৮ ডিসেম্বরকে আরবি ভাষা দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে। প্রায় চার দশক আগে ১৯৭৩ সালে ঠিক এই দিনেই ষষ্ঠ ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ২০১৩ সালে ইউনেসকোর উপদেষ্টা পরিষদ আরবি সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন ইউনেসকো অন্য দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মতো (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চায়নিজ, রুশ) আরবি ভাষা উদ্যাপনের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করেছে। দিনটি বিশ্বময় 'আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস' বলে পরিচিত। এই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে গড়ে তোলা।

প্রতিবছরই দিনটি উদ্যাপন করতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র নানা অনুষ্ঠান ও বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হয় দিবসটি।

এ উপলক্ষে সহস্র শতাব্দী ধরে এই ভাষায় চর্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বসভ্যতায় এই ভাষার অবদান, আরবি ভাষাভাষী বরেণ্য মনীষীদের জ্ঞানভাণ্ডার, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের নানা শাখায় আরব ও ইসলামী সভ্যতার বৈপ্লবিক অবদান তুলে ধরা হয়। ইউরোপের রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবে আরবসভ্যতার প্রভাব দেখা যায়, যা পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগের শেষে ইউরোপীয় মানস ও নেতৃত্বের বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবসের আরো একটি লক্ষ্য হলো এই ভাষাকে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা।

কারণ আরবি ভাষা হলো সেমিটিক ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বহুল প্রচলিত। আরবি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি। এ ছাড়া গোটা দুনিয়ার সব মুসলিম এই ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান পালন করে। সাধারণত ইবাদত-বন্দেগি আরবি ভাষায়ই হয়। এমনকি প্রাচ্যের খিস্টানদের অনেক গির্জারও নির্ভরযোগ্য ভাষা হলো আরবি। আরবি ভাষায়ই ইহুদি ও খিস্টানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

ইউনেসকো তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আরবি ভাষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ১৯৪৮ সালে গঠিত হওয়া ইউনেসকো তৃতীয় সম্মেলনে আরবি ভাষাকে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চের পাশাপাশি আরবিকেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে ইউনেসকো কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এটিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ ছাড়া আরবি ভাষায় ইউনেসকোর সব অনুষ্ঠান, কার্যক্রম ও শিক্ষামূলক নানা প্রগ্রাম প্রচার করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আরবি ভাষায় নানা প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। কারণ এতে খুব সহজেই আরবি ভাষাভাষী মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানো যাবে। এভাবে আরবিতে ইউনেসকোর গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা প্রকাশিত

হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধারণ পরিষদের সভা চলাকালে সব বক্তব্যই আরবিতে অনুবাদ করা হবে এবং আরবি বক্তব্যও অন্য ভাষায় অনূদিত হবে। এর ঠিক দুই বছর পর আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক নানা কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফ্রান্সের দার্শনিক রিনাহ মাহের আন্তরিকতার কারণে তা সম্পন্ন হয়। এই পদক্ষেপ আরবি ভাষাকে জাতিসংঘের বিভিন্ন বক্তব্যের অনুবাদ ডকুমেন্টারি তৈরি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এবং ধীরে ধীরে আরবি ভাষা অন্যান্য দাপ্তরিক ভাষার মতো মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার ফলে আরবি ভাষা চূড়ান্তরূপে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ ক্ষেত্রে সেনেগালের প্রেসিডেন্ট আমাদো মুখতারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে আরবি ভাষা বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন পরিভাষার যথার্থ অনুবাদ, বর্তমান সময়ের তথ্য-প্রযুক্তির নানা শব্দ নির্বাচন ইত্যাদি আরবি ভাষাবিজ্ঞানীদের বিপাকে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো

মৌলিক সমস্যা নয়। কারণ আরবি ভাষার ব্যাপ্তি ও বিশালতা অবাক করার মতো। তাই আধুনিক বস্তুসামগ্রীর নাম দেওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি হওয়া সমস্যার সমাধানে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এ ছাড়া আরো সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রশাসন, অর্থনীতি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে উপনিবেশের কারণে গেড়ে বসা পশ্চিমা ভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক ভাষার প্রসার। উপনিবেশের আনুকূল্যে থাকা এক দল লোকের আঞ্চলিক ভাষানির্ভরতা বিশুদ্ধ আরবি ভাষার বিকাশ ও বিস্তার এবং ঐতিহাসিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ফেরাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুবাদশিল্পের দুর্বলতাও আরবি ভাষার পশ্চাৎপদতার একটি বড় কারণ। ইংরেজিতে লেখা তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোনো বইয়ের অনুবাদ ফ্রেঞ্চ ভাষায় হতে সময় লাগে সর্বোচ্চ তিন বছর। কিন্তু আরবি ভাষায় অনূদিত হতে সময় লাগে প্রায় দুই যুগ। এ ছাড়া আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে আরবি ভাষা এখনো অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। আধুনিককালে আরবি ভাষার সমস্যা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং উন্নত মানের গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের সাথে আরবি ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্যসূত্রে। আরব বণিকরা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সনদ্বীপে পৌঁছতো এবং সেখান থেকে মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতো। আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও বাণিজ্যসূত্রে তারা এ দেশে আসতো এবং তাদের সঙ্গে আসতো ধর্ম প্রচারক সুফি-সাধকগণ। এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রচারকগণ নামায আদায়ের জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক এবং ধর্ম প্রচারে মুসলিম সাধকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত বৃহত্তর

চট্টগ্রামের উপভাষার মোট শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো-ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক আর ধর্ম প্রচারে মুসলিম সাধকদের মাধ্যমে বহুকাল পূর্ব হতেই এদেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজও তা ধর্মীয় গন্ডীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আধুনিক জীবন- যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত আরবি ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি। আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বের আলজেরিয়া, বাহরাইন, চাঁদ, কমোরোস, জিবুতি, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এসব আরব দেশ ছাড়াও তুর্কি, মালয়েশিয়া, সেনেগালসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ ভারতেও এ ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে পরীলক্ষিত হয়।

বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং দেড়শ' কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ ভাষা ব্যবহার করেন। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসিয়াল ভাষা হলো এই আরবি। শুধু তা-ই নয়; ‘ট্রেড

ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে এ ভাষা অনারব দেশেরও প্রায় প্রতিটি পণ্যের মোড়কে শোভা পায়। পণ্যের গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত আরবি লিখনি আমাদের দেশের দু'টাকার বিস্কুটের প্যাকেটেও লক্ষ্য করা যায়। এতেই অতি সহজে আমাদের কাছে আরবি ভাষার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং এ ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়।

আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন নিজদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার করি। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমরা আরবি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি। এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১. মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে : বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামায

পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিক্হ (ইসলামী আইন) এর বিধি-বিধান সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ, ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি ভাষায় লিখিত ও রচিত। এছাড়া সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ইসলামের বিধি-বিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ ফিক্হ একাডেমী ও ইসলামী আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি। বিশেষ করে ধর্মীয় প্রয়োজনের দিকটি যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে, মুসলিম এদেশটিতে আজ যত সমস্যা তার প্রধান কারণ হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের দূরে অবস্থান। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন পাঠ করেন, তাদের সিংহভাগ অর্থ বুঝেন না। অর্থ

ছাড়া শুধু রিডিং পড়াতেই তারা ছওয়াব অর্জন করতে চায়। যারা অর্থ বুঝে তাদেরও অনোকে ইসলামের খন্ডিত আমলে আবদ্ধ। ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এবং তথাকথিত ধর্ম নয়- এটাই অনেকে জানে না। পবিত্র কুরআনে রাজনীতি অর্থনীতি প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগেরই যে পথ নির্দেশনা রয়েছে, অর্থ না জানাতে তারা সেটা বুঝে না। ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে এখান থেকেই সৃষ্টি খন্ডিত ইসলামের ধারণা। তাই প্রয়োজনে আরবি শিক্ষা বিশেষ দরকার।

২. অধিক রেমিটেন্স অর্জনের লক্ষ্যে : এদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষা-ভাষি দেশগুলো হতে। প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে অসংখ্য জনগোষ্ঠী আরব দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতা সম্পন্ন করে রফতানি

করা যেতো, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতো, দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স আসতো। এদিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আরবি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

৩. কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে : আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আরবি ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ, আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপরদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্য প্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবি ভাষি হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক নানা দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

৪. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে : ঐতিহ্যাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম আগমনের বহু বছর পূর্ব হতেই এদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিলো এবং অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ, আরবরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এছাড়া আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বে করটঢণ ীটভথলটথণ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল ভূ-খন্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের জন্যে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলীয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় পেশাগত আরবির বিষয়াবলী সিলেবাসভূক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় সরকরি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে বর্তমানে বিশ্বে আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা ভেবে অন্তত ধর্মীয় প্রয়োজনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আরবি ভাষা চর্চার প্রতি জোর গুরুত্ব দেয়া। সাথে সাথে আরবি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খবরা-খবর এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড তুলে ধরে আরব বিশ্বের সামনে দেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করা।

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব

জান্নাতবাসীদের ভাষাঃ মুসলিম সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং দুনিয়ার জীবনটা একটা পরীক্ষাগার মাত্র। ক্ষণকাল পরেই পরকালের দীর্ঘ জীবনে পাড়ি দিতে হবে সকলকে। সে জীবনে দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মের হিসেব দিতে হবে। কর্মফল অনুযায়ী কেউ জাহান্নাম আর কেউ জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর চিরসুখের চিরস্তায়ী নিবাস এ জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই পরজগতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বের দাবীদার।

কুরআন ও হাদীসের ভাষাঃ আল কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করে আমরাও বলতে চাই মানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক গ্রন্থ অবশ্যই আল-কুরআন। আর এই আল-কুরআনের ব্যাখ্যাই হল সুন্নাহ বা হাদীস। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের চাবিকাঠি এই কুরআন এবং সুন্নাহর ভাষা হল আরবি। অতএব মানব সভ্যতার প্রকৃত যেহেতু আরবি ভাষায় প্রথিত সেহেতু এ ভাষার গুরুত্ব সীমাহীন সন্দেহ নেই।

ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের ভাষাঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা হল কুরআনুল কারীম। বস্তুত পৃথিবীর সকল জ্ঞানের উৎস হল এই আল-কুরআন। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানীগণ তাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর স্থিরতা ও ঘূর্ণায়মান অবস্থা নিয়ে যখন টানাহেচড়ায় লিপ্ত ঠিক তখনই আরবি ভাষার আকর আল-কুরআন বলে দিল "সূর্যের এই ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে, না রাত দিনকে ডিংগিয়ে আগে চলে যেতে পারবে (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলছে।" (সূরা ইয়াসি: ৪০) এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বোঝা গেল যে মহাশূন্যের সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। অথচ বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস বলেছিলেন সূর্য স্থির থাকে তার চারদিকে পৃথিবী ঘোরে আর গ্যালিলিও বললেন পৃথিবী স্থির থাকে আর সূর্য তার চারদিকে ঘোরে। এ দুটো ধারণাই ছিল মিথ্যা এবং কেবলই অনুমান নির্ভর। এ সকল মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা ছাড়াও ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ, জীবনঘনিষ্ঠ শত শত বিখ্যাত সমাধানমূলক ফিকাহ গ্রন্থ, কুরআন হাদীসের অসংখ্য সংকলন, ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আরবি ভাষায় মুদ্রিত। সুতরাং ইসলামী

জীবনদর্শনকে সঠিকভাবে জানতে হলে সেক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

ইবাদতের ভাষাঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা যেটাই হোক না কেন তাদের সকলের ইবাদতরে ভাষা আরবি, সকলেই আরবি ভাষায় সালাত আদায় করে, আযান দেয়, একই ভাষায় খুতবা প্রদান করে। বিভিন্ন আদইয়ায়ে মাসনুনাহও সম্পন্ন হয় ঐ একই ভাষায়। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ববাহী।

সামাজিব জীবনে আরবি ভাষার প্রভাবঃ

আরবি ভাষা মানুষের কাছে সমাদৃতঃ বিশ্ব মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী জীবন বিধান আল কুরআনের ভাষা আরবি, সকল নবী-রাসূলের উপর নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থসমূহের ভাষা ছিল আরবি। পরকালের ভাষা আরবি, জান্নাতীদের ভাষা আরবি। এ যুগে বিশ্বায়নের উন্নত প্রযুক্তি, ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনীতিতে একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আরবি ভাষা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সবটাই আরবি ভাষায় লিখিত অনুশীলিত। সুতরাং আরবি ভাষা সকল মানুষের কাছে সমাদৃত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যঃ আরবি ভাষার শব্দগঠন, বর্ণ প্রকরণ, স্থানান্তকরণ, রূপকার্যতা, ভাষাশৈলী, রূপমাধুর্য এ ভাষাকে সকলের কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের পাশাপাশি এ ভাষা এরিস্টটলের অতিন্দ্রীয় দর্শনবিদ্যা, ইউক্লিডিসের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ ও গণিতশাস্ত্র, বুজরুয মেহেরের জ্ঞানগর্ব বিদ্যা, পারস্য সম্রাটের শাসনপ্রণালী ইত্যাদি আরবি ভাষায় চমৎকারভাবে রচিত ও মূল্যায়িত হয়েছে। সব মিলে আরবি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ভাষা হয়েও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় অত্যন্ত সার্থক ও ফলপ্রসূ বিচরণ নিশ্চিত করতে পেরেছে। ফলে সর্বসাধারণের কাছে বর্তমানে আরবি অত্যধিক প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ভাষা।

অধিক মানুষের ব্যবহৃত ভাষাঃ পৃথিবীর সকল মানুষকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলতে হয়। কথা বলার জন্য কোন না কোন ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। এ ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষা অন্যতম। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ আরবিতে কথা বলে। অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন মানুষ তাদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী সেক্টরে আরবি ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং বর্তমান বিশ্ব

ব্যবস্থায় আরবি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষা তদবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বহুগুণে গুণান্বিত আল-কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবির গুরুত্ব ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা। মুসলিম জাতি যদি স্বীয় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তবে নিজেদের অবহেলা পরিত্যাগ করে স্বীয় ভাষা আরবির প্রতি প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় নেই।

মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।